যুগান্তর

৪।৯।২০০৫

তারিখ ...
পৃষ্ঠা: ৪ কলাম: ...

বেসরকারি শিক্ষক ধর্মঘট

একশত ভাগ বেতন-ভাতা সরকার কর্তৃক প্রদানসহ ছয় দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের আহ্বানে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক-কর্মচারীগণ গত সোমবার হইতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবিরাম মহাঅবস্থান ধর্মঘট শুরু করিয়াছেন। তাহারা ঘোষণা করিয়াছেন যে, সরকার দাবি মানিয়া না লওয়া পর্যন্ত এই ধর্মঘট চলিতে থাকিবে। তাহারা ইতিপূর্বে সরকার এবং অপর একটি শিক্ষক সংগঠনের মধ্যে সম্পাদিত নয় দফা চুক্তির 'শিক্ষক স্বার্থবিরোধী' ধারাসমূহ বাতিলেরও দাবি জানাইয়াছেন। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীদের দাবিসমূহ মূলত অর্থনৈতিক। তাহারা তাহাদের মাসিক বেতন-ভাতার নিশ্চয়তা চাহেন। সরকার যদি বেতন-ভাতার সমুদয় অর্থ প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তবে এই নিশ্চয়তা পাওয়া যায় এবং বেতন-ভাতা বৃদ্ধির দাবিও করা যায়। এই লক্ষ্যে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক-কর্মচারীরা গত বৎসরও দীর্ঘদিন ধর্মঘট করিয়াছিলেন। সেই সময়ে সরকার তাহাদের কিছু কিছু দাবি মানিয়া লইয়াছিল; পাশাপাশি শিক্ষকদের যোগ্যতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে কয়েকটি শর্তও জুড়িয়া দিয়াছিল। এই শর্তগুলিকে শিক্ষকবিরোধী আখ্যা দিয়া এখন এইগুলি বাতিলের দাবি জানানো হইতেছে। সেই সঙ্গে মূল বেতনের সহিত প্রাপ্য ভাতাও যেন সরকার প্রদান করে উহার দাবিও করা হইতেছে।

অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলনে যাইবার অধিকার যে কোনও পেশাজীবীর রহিয়াছে। তবে এই ক্ষেত্রে জটিলতা হইতেছে যে, যেই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীগণ অবস্থান ধর্মঘটে শামিল হইয়াছেন সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সরকার প্রতিষ্ঠা করে নাই। ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইলে আজ অর্থনৈতিক কিংবা অন্যান্য দাবি-দাওয়া লইয়া শিক্ষক-কর্মচারীগণকে আন্দোলনে নামিতে হইত না। গ্রাম-বাংলার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ তো বটেই, এমনকি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহেরও যে বেহাল দশা পরিলক্ষিত হয় তাহাতে মনে হয় না যে, বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক-কর্মচারীদের দাবিসমূহ ষোলআনা পূরণ করা হইলেই এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রত্যাশামতো চলিতে শুরু করিবে। এই দুর্বলতার হাত হইতে বিশেষ করিয়া গ্রাম-বাংলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে উদ্ধার করা সর্বাগ্রে জরুরি বলিয়া মনে করি।

কারণ যাহাই হউক না কেন, দেশের বিপুলসংখ্যক বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক-কর্মচারী যে আর্থিকভাবে অনিশ্চয়তার মুখোমুখি তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সরকার আগাইয়া না আসিলে এই অনিশ্চয়তা কাটিবে না। নিরক্ষরতা দূরীকরণে সরকারের সংকল্পের নিরিখে বলা যায়, নানান যুক্তির অবতারণা করিয়া সরকার যদি এই দায় এড়াইয়া যায় তবে আমাদের নড়বড়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে তাহা আরও রুগ্ন করিয়া তুলিবে। সরকার ইতিমধ্যে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের আর্থিক দায়িত্বের একটি বড় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। এই দায়িত্বের পরিধি আরও বাড়ানোর বিষয় সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করা উচিত। অবশ্য আমরা উহার সহিত এই কথাও বলিতে বাধ্য যে, বর্তমান সরকারের মেয়াদকাল শেষ হইবার মুহূর্তে আন্দোলনের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করিয়া যাহা পাওয়া যায় আদায় করিয়া লইবার কৌশল শিক্ষকতা পেশার মর্যাদার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে। দেশে এমনিতেই বহু গুরুতর সমস্যা বিদ্যমান। তাহার মধ্যে বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো শিক্ষকদের এই আন্দোলন শিক্ষাক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলিবার পূর্বেই সকল মহলের শুভবুদ্ধি একটি সমঝোতার পথ দেখাইবে, আমরা তাহাই আশা করি।